সংবাদ

তারিখ ... ৭।৭।৮৩ ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ১ ...

সংবাদ

ঢাকা ঃ শুক্রবার, ২৩শে ভাদ্র, ১৩৯০

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার সময়সূচী

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আসন্ন ডিগ্রী (পাসকোর্স) পরীক্ষার সময়সূচী নিয়ে পরীক্ষার্থিগণ উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। পরীক্ষার সময়সূচী ঘোষণার পর পরই তারা চিঠিপত্র লিখে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে সময়সূচী পরিবর্তন করার দাবী জানিয়ে আসছেন। 'সংবাদ'-এ তাদের পাঠানো মাত্র কয়েকটি চিঠি ছাপানো হয়েছে।

সবাই এই সময়সূচী সম্পর্কে একবাক্যে বলেছেন যে, ১৫ দিনব্যাপী ১০টি বিষয়ে পরীক্ষা হবে। সাপ্তাহিক ছুটি পড়েছে এর মধ্যে চারদিন। এরফলে কার্যত পরীক্ষা চলবে বিরতিবিহীন।

এধরনের ঠাসা সময়সূচী পরীক্ষার্থীর পক্ষে যে অসুবিধা সৃষ্টি করে তার কারণ হিসেবে তারা বলেছেন, একনাগাড়ে রোজই পরীক্ষা দিতে গিয়ে ছাত্রদের স্নায়ুর উপর মাত্রাতিরিক্ত চাপ পড়ে। দ্বিতীয়ত: দুটো পরীক্ষার মধ্যে বিরতি থাকলে পরবর্তী বিষয়ে পরীক্ষার আগে একআধটু ঝালাইয়ের প্রয়োজন মিটিয়ে নেয়া যায়।

ঠিক একই ধরনের যুক্তি দিয়ে অভিভাবক পক্ষ থেকেও চিঠি এসেছে। ছাত্ররা বলছেন যে, অনার্স পরীক্ষা তিন মাসের উপর ধরে চলে। আর ডিগ্রী পরীক্ষার ক্ষেত্রে ২।৪ দিন বিরতি দিয়ে পরীক্ষা নিলে তাদের সুবিধা হত, অনেকে সবচেয়ে কমিয়ে বিরতি পর্যন্ত চেয়েছেন তাদের চিঠিতে। তারা মাত্র দুটো পরীক্ষার মধ্যে একদিন বন্ধ রাখার কথা বিবেচনা করতে বলেছেন। এতে একটা কথা স্পষ্ট হয়েছে যে, তারা অসুবিধাগুলো যথার্থভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তা ইংরেজী পরীক্ষা নিয়ে। এতে কৃতকার্যের হার খুবই কম। একেতো কোর্স শেষ হয় না। আর গত একযুগ ধরেই বিশ্ববিদ্যালয়ে হাঙ্গামা নানা উপলক্ষে লেগেই আছে। আর প্রায় সব ক্ষেত্রেই অবস্থা শান্ত করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রাখার উপায়টা কর্তৃপক্ষ সর্বোত্তম পন্থা বলে ধরে থাকেন। এর ফলে সাধারণ ছাত্রদের ভোগান্তি বাড়ে। শিক্ষাব্যবস্থা, আমাদের শিক্ষাদান নীতি (শিক্ষানীতি নয়), ছাত্রদের পরিবেশ, দৃষ্টিভঙ্গী সব মিলিয়ে অবস্থাটা এমন দাঁড়িয়েছে, কোথাও একটু চাপ বাড়লে তা সামাল দিতে হিমশিম খেতে হয়। আর এ সব সমস্যা রাতারাতি দূর হবার নয়। বক্তৃতা-বিবৃতিতে যাই বলা হোক না কেন, কাজের ক্ষেত্রে কোন পন্থা এখনও আমরা খুঁজে পাইনি, একথাটা বোধ হয় কাউকে সমালোচনা বা দোষারোপ না করেও বলা চলে।

অবস্থা যেখানে এই সেখানে পরীক্ষা গ্রহণের সময়সূচী যদি সময়ের ঠাসবুনানিতে ধরে রাখা হয়, তা সাধারণভাবেই অসুবিধা সৃষ্টি করে।

এ গেল সমস্যার একদিক দ্বিতীয়ত:, সাধারণভাবে মানসিক চাপ সহ্য করার ক্ষেত্রে আমাদের ছাত্ররা দেহ-মনে কতটা উপযোগী তাও ভেবে দেখতে হবে। একথা বলা চলে বেশির ভাগ ছাত্রই তাদের আর্থিক অবস্থার কারণে স্বাস্থ্যরক্ষাসম্মত উন্নতমানের খাবার পান না। হলগুলোর খাদ্য তালিকাই এর সপক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ। আর শিক্ষাদানের ব্যাপারটার মধ্যে চিন্তার বিকাশের ধারা অপেক্ষা মুখস্থ বিদ্যার ওজনের উপর জোর দেয়া চলে আসছে। সেই ওজনের ভারবাহী শিক্ষার্থীরা স্বাধীনভাবে চিন্তার অনুপ্রেরণা পায় না। শিক্ষাক্ষেত্রে এই অভাবটার জন্য প্রদত্ত শিক্ষা শিক্ষাপদ বাচ্য কিনা, সেই গুরুগম্ভীর বিতর্ক এখানে নাই বা তুললাম।

তার উপর আছে বিদেশী ভাষার প্রশ্নটি। তাই অধীত বিদ্যা আমাদের অধিগত হয় না। ইংরাজীতে অকৃতকার্যের সংখ্যা তাই বেশি। পরীক্ষা পর্যন্ত বিদ্যাটা মনের সাথে আঠা দিয়ে জোড়া লাগাতেই ব্যস্ত। শিক্ষাদান প্রণালী এবং শিক্ষার্থীর মানসিকতা এখানে একসূত্রে বাঁধা। সুতরাং সেখানে যদি পরীক্ষা দেয়ার সময় বিরতি থাকে মধ্যে মধ্যে তবে কোথায় আঠাটা ভালভাবে লাগেনি, তা দেখে একটু যুতসৎ করে বিদ্যাটা মনের সাথে জুড়ে দেয়ার চেষ্টা চলে অবসরে। এইটাই মুখস্থ বিদ্যার সারকথা।

যতই সমালোচনা করা হোক না কেন, বৃটিশ আমলে প্রণীত শিক্ষাদান নীতির এই দৃষ্টিভঙ্গীর উপর প্রলেপ পড়েছে, যেখানে পলেস্তারা খসে গেছে, তার বেশি কিছু করা সম্ভব হয়নি। সুতরাং এই অবস্থাটাকে স্বীকার করে নিয়ে, এর মধ্যে পাশ ফেরার জায়গাটা ছাত্রদের করে দিতে আপত্তি হওয়া উচিত নয়।

বিভিন্ন কারণে নির্ধারিত সময়ে পরীক্ষা অনুষ্ঠান না হওয়ার জন্য বিরতিহীন পরীক্ষানুষ্ঠানের ব্যবস্থা যে, ছাত্রদের ক্লান্ত-শ্রান্ত করে ফেলবে তা সাধারণ বুদ্ধির অগম্য হওয়া উচিত নয়।

ছাত্রদের সব যুক্তিতর্ক বাদ দিলেও, এটুকু নিশ্চয়ই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ স্বীকার করবেন যে, এতে পরীক্ষার্থীকে যে মানসিক চাপ সহ্য করতে হয়, তা পরীক্ষার ফলাফলকে অনেকখানি প্রভাবিত করে।

একেই তো পরীক্ষার ব্যাপারটা বুক ঢিপঢিপ করা উত্তেজনা-পীড়িত করে তোলে ছাত্রদের, সেখানে একটু বিরতি তাদের প্রয়োজন রয়েছে।

কর্তৃপক্ষ সময়সূচী করছেন, অতীতের কালহরণ পর্বটা পুষিয়ে নিতে। তারা যদি ছাত্রদের এমন কি অভিভাবকদেরও এই দাবীর কিছুটা পূরণ করেন, তাহলে পরীক্ষার্থীরা দুশ্চিন্তা ও মানসিক চাপ উভয় দিক থেকে মুক্ত থাকতে পারেন। উৎকণ্ঠিত ও অবসাদগ্রস্ত দেহ-মন নিয়ে পরীক্ষা দেয়ার ফলাফল ভাল হতে পারে না।

'সংবাদ'-এ প্রকাশিত চিঠিপত্রগুলো প্রমাণ করে, বেশির ভাগ ছাত্র মানসিক চাপের উপরই গুরুত্ব দিয়েছেন বেশি? কারণ বিরতিকাল কেউই ২।৩ দিনের বেশী প্রার্থনা করেননি। অধীত বিদ্যা ঝালাই করার সময় যেটুকু চেয়েছেন, তাতে মূলত: ক্লান্তি-পীড়িত মনের চিন্তা করার শক্তির অবকাশ কামনাই বেরিয়ে এসেছে।

পরীক্ষা গ্রহণের সময়কাল ১৫দিন থেকে অন্তত: আরও এক সপ্তাহ বাড়িয়ে দিলে ছাত্ররা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবে, কর্তৃপক্ষেরও খুব একটা অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিজ্ঞ কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের সব যুক্তির সাথে একমত না হলেও সবটাই যে গ্রহণযোগ্য নয়—এ রকম মনে করেন বলে আমাদের ধারণা হয় না।